গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর প্রস্তাবিত কর এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিক্রিয়া ও সুপারিশ

উপস্থাপক

অধ্যাপক আবুল বারকাত, *পিএইচডি*

প্রধান উপদেষ্টা (সম্মানীয়)

হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)

ই-মেইল: info@hdrc-bd.com; hdrc.bd@gmail.com

স্থান : শপথ কক্ষ, জাতীয় সংসদ ভবন

২ আষাঢ় ১৪২২/১৬ জুন ২০১৫

১। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার হার, ক্ষতি, নিয়ন্ত্রণ আইন

বিশ্বের তামাকজাত পণ্য ব্যবহারকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম শীর্ষে। এই দেশের প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার (যাদের বয়স ১৫ বছর বা তার চেয়ে বেশি) ৪৩.৩% ধোঁয়াযুক্ত এবং/অথবা ধোঁয়াবিহীন—সিগারেট, বিড়ি, চুরুট, হুক্কা, জর্দ্দা, সাদাপাতা, গুল, খৈনি—তামাকজাত পণ্য ব্যবহার করেন।[১] দেশের মানুষের উল্লেখযোগ্য হারে অকালমৃত্যু এবং উচ্চ চিকিৎসা ব্যয়ের জন্য তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার অনেকাংশেই দায়ী। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার প্রতিবছর দেশের প্রায় ৭৬ হাজার থেকে ১ লক্ষ মানুষের অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী।[২]

তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতিকর প্রভাব সমাজের উপর এক বিশাল বোঝা। উচ্চ চিকিৎসা ব্যয় ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত, এবং পরোক্ষভাবে তা অকালমৃত্যু, পঙ্গুত্ব, এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাসের অন্যতম কারণ। তামাকের পরিমাপযোগ্য নীট সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমাণ বছরে কমপক্ষে ১৬ হাজার ৬৩২ কোটি টাকা (২০১৪–১৫ অর্থ-বছরের হিসেবে)।[৩]

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৫৬তম সম্মেলনে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক কনভেনশন—'ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)' ২১ মে ২০০৩ তারিখে গৃহীত হয়। ১৬ জুন ২০০৩ তারিখে বাংলাদেশ এই কনভেনশনে স্বাক্ষর এবং ১০ মে ২০০৪ তারিখে অনুস্বাক্ষর করে। যা মান্য করা এবং এর গাইডলাইন অনুসরণ করে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার ও বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আমাদের সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের উৎপাদন, ব্যবহার, ক্রয়-বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণের বিধান '*ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫*' প্রণীত হয়। পরবর্তীতে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এই আইনের সংশোধন জরুরী হয়ে পড়ায় ০২ মে ২০১৩ তারিখে '*ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) (সংশোধন) আইন, ২০১৩*' গৃহীত হয়। বর্তমানে এই আইনটি বাংলাদেশে ধূমপান ও তামাকজাত পণ্য নিয়ন্ত্রণের নিয়ামক একটি আইন।

২। তামাক কর ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছর

বাংলাদেশে আইন থাকলেও তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। আইনের প্রয়োগও সন্তোষজনক নয়। **তামাক-কর সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা এখনো প্রণীত হয়নি**। সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের মাধ্যমে মূল্য বৃদ্ধি করে তার ব্যবহার কমানো তামাক নিয়ন্ত্রণের একটি উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের উপর এখনো উল্লেখযোগ্য হারে কর আরোপ করা হয়নি। এর ফলে তামাকজাত পণ্য সস্তা এবং ব্যাপক মানুষের কাছে সহজলভ্য। বর্তমানে বিভিন্ন তামাকজাত পণ্যের উপর বিভিন্ন হারে কর আরোপ করা

---

[১] গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে : বাংলাদেশ রিপোর্ট ২০০৯।

[২] বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এর 'ইমপ্যাক্ট অব টোব্যাকো-রিলেটেড ইলনেস ইন বাংলাদেশ (২০০৭)' শীর্ষক গবেষণা, আচার্য্য এবং অন্যান্য (২০০৬) এর গবেষণা পত্র, এবং হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি) কর্তৃক ২০১১ সালের আদমশুমারীর ডাটাবেইজ পর্যালোচনা ভিত্তিক হিসেব অনুযায়ী অকালমৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার। একই সাথে, ক্যাম্পেইন ফর টোব্যাকো-ফ্রি কিড্‌স ২০১৩ [গ্লোবাল বার্ডেন অব ডিজিস-ইন্টারনেট ডাটাবেইজ। ইনস্টিটিউট অব হেল্‌থ মেট্রিক্স এন্ড ইভাল্যুয়েশন ২০১৩ (১৫ আগস্ট ২০১৩ তারিখে উদ্ধৃত)]-এর হিসেব অনুযায়ী এই সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ।

[৩] হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার (এইচডিআরসি)-এর হিসেবে এই ক্ষতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে স্বাস্থ্যখাতে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার উদ্ভূত স্বাস্থ্য সমস্যা নিরসনে সরকারি ব্যয়, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত ব্যয়, মৃত্যু ও অসুস্থতাজনিত কারণে মজুরি-ক্ষতি, পরোক্ষ ধূমপানের কারণে স্বাস্থ্যক্ষতিজনিত ব্যয়, এবং রাসায়নিক সারে দেয়া সরকারি ভর্তুকি তামাক চাষে ব্যবহারজনিত ব্যয়। এর মধ্যে তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার উদ্ভূত স্বাস্থ্যসমস্যাজনিত বংশ পরম্পরায় ক্ষতি, জমির উর্বরতা হ্রাস জনিত দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি, বৃক্ষনিধন ও বন উজাড়জনিত ক্ষতির হিসেব নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। এই ক্ষতিগুলোর আর্থিক পরিমাণ নিরূপণ করা গেলে নিট ক্ষতির পরিমাণ আরো অনেক বেশি হত। এই হিসেবে, মোট ক্ষতির পরিমাণ বছরে ৩২ হাজার ১৯৪ কোটি টাকা এবং লাভ ১৫ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, তামাক থেকে সরকারের রাজস্ব আয় এবং শ্রমিকের মজুরি-কে লাভ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

হচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তরের উপর ভিন্ন ভিন্ন হারে কর আরোপের ফলে তামাক-কর কাঠামোয় জটিলতাও বেড়েছে এবং কর আহরণে কার্যকর প্রয়োগ ব্যাহত হচ্ছে।

তামাকজাত পণ্যের কর কাঠামো জটিল। এসব পণ্যের উপর বিভিন্ন ধরনের কর আরোপের নিয়ম বিদ্যমান—যেমন ধোঁয়াযুক্ত তামাকজাত পণ্য সিগারেট ও বিড়ি এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর সম্পূরক কর (সাপ্লিমেন্টারি ডিউটি); আমদানি করা তামাকজাত পণ্য, এবং আমদানি ও রপ্তানি করা তামাক পাতার উপর শুল্ক; এবং সব রকম তামাকজাত পণ্যের বিক্রয়মূল্যের উপর মূল্য সংযোজন কর (মূসক)।

বাংলাদেশে **সিগারেটের** কর কাঠামো জটিল—খুচরা মূল্যের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তর ভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন "এড ভ্যালোরেম কর" ধার্য করা হয়। এই বহুস্তরভিত্তিক কর কাঠামো রাজস্ব আদায়ে এক ধরনের জটিলতা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন কৌশলে কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। ২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে সিগারেটের চারটি মূল্যস্তর ছিল। বিভিন্ন এই মূল্যস্তরভিত্তিক সম্পূরক করহার ছিল ৪৩% থেকে ৬১% পর্যন্ত। ফলে ১৫% মূসকসহ করভার দাঁড়ায় ৫৮% থেকে ৭৬% পর্যন্ত (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)।

সারণি ১: বাংলাদেশে সিগারেটের ভিন্ন ভিন্ন মুল্যস্তর ভেদে কর কাঠামো: ২০১৪–১৫ অর্থ-বছর

স্তর	মূল্যস্তর (টাকায়; প্রতি ১০ শলাকার জন্য)	সম্পূরক কর (%)	করভার (%)
১: নিম্ন	১৫.০০ – ১৬.৫০	৪৩	৫৮
২: মধ্য	৩২.৫ – ৩৫.০০	৬০	৭৫
৩: উচ্চ	৫০.০০ – ৫৪.০০	৬১	৭৬
৪: প্রিমিয়াম	৯০.০০ ও তদুর্দ্ধ	৬১	৭৬

বিড়ির ক্ষেত্রেও শলাকার পরিমাণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর হার প্রযোজ্য। বিড়ির ধরন—ফিল্টারযুক্ত ও ফিল্টারবিহীন—ভেদে কর ধার্য করা হয়। তবে, বাস্তবে এখন আর 'ফিল্টারযুক্ত' বিড়ির অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।

বিড়ির উপর খুবই কম হারে কর ধার্য করা হয়। উপরন্তু, প্রকৃত মূল্যের উপর কর ধার্য না করে ইচ্ছেমাফিক অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় 'ট্যারিফ ভ্যালু' ধার্য করা হয়। এতে প্রকৃত ধার্য কর আরো কমে যায়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে সিগারেটের খুচরা মূল্য খুবই কম এবং বিড়ির ক্ষেত্রে তা আরো কম।

সারণি ২: বাংলাদেশে বিড়ির উপর ধার্য কর কাঠামো : ২০১৪–১৫ অর্থ-বছর

শলাকা (সংখ্যা)	ট্যারিফ ভ্যালু (টাকায়)	মোট করভার (টাকায়; মূসক ও সম্পূরক কর সহ)
হাতে তৈরি (ফিল্টারবিহীন)		
২৫	৪.২৭	১.৮৭
১২	২.০৫	০.৯০
১০	১.৩৭	০.৬০
হাতে তৈরি (ফিল্টারযুক্ত)		
২০	৪.৬৪	২.৩০
১০	২.৩২	১.১৫

ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে ধার্য সম্পূরক কর ছিল ৬০% এবং মূসক ১৫%। বর্তমান রাজস্ব আদায় ব্যবস্থায় ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের কর আদায় প্রক্রিয়ায় বড় ধরনের ফাঁক-ফোকর বিদ্যমান। জর্দ্দা ও গুলের প্যাকেটে কর পরিশোধের কোন রকম চিহ্নই সচরাচর দেখা যায় না।

এটি রাজস্ব ফাঁকির একটি প্রমাণ। এ ছাড়াও ভিন্ন ভিন্ন ওজনের মোড়কে এসব বিক্রয় করা হচ্ছে। এতে কর ফাঁকি দেয়া এবং/অথবা কর এড়িয়ে যাওয়ার পথ সুগম হয়।

৩। ২০১৫ - ১৬ অর্থ বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা যে সকল প্রস্তাব দিয়েছিলাম

তামাক-মহামারী রোধ ও দেশের মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ ছিল নিম্নরূপ: [৪]

১. **কর নির্ধারণের জন্য সিগারেটের মূল্যস্তর পদ্ধতি বাতিল করে তুলনামূলক উচ্চহারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হোক।**[৫] আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ছিল যে প্রচলিত বিভিন্ন ব্রান্ডের সিগারেটের মূল্যভিত্তিক স্তর ও তার উপর করারোপের বর্তমান পদ্ধতি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত করে আগামী তৃতীয় অর্থ-বছরের মাথায় (অর্থাৎ ২০১৭–১৮) সিগারেটের মূল্যস্তর ভিত্তিক কর ধার্য প্রথা সম্পূর্ণ বাতিল এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা। আমাদের প্রস্তাব ছিল এরকম যে আগামী ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে এখনকার চারটি মূল্যস্তরের পরিবর্তে তিনটি মূল্যস্তর থাকবে যেখানে বর্তমানের নিম্ন মূল্যস্তর থাকবেনা। ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে তিনটি মূল্যস্তরে (কম মূল্য থেকে বেশি মূল্য) **প্রতি ১০ শলাকার উপর** যথাক্রমে ৪০, ৬০, এবং ১০০ টাকার সমপরিমাণ **নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স** আরোপের প্রস্তাব করেছিলাম। আমাদের প্রস্তাব অনুযায়ী ২০১৬–১৭ অর্থ-বছরে তিনটি মূল্যস্তর দুই মূল্যস্তরে রূপান্তরিত হবে এবং প্রতি ১০ শলাকার উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স হবে যথাক্রমে ৬৬ টাকা এবং ১১০ টাকা। এ প্রক্রিয়ায় প্রস্তাব ছিল যে ২০১৭–১৮ অর্থ-বছর থেকে আর ভিন্ন ভিন্ন মূল্যস্তর থাকবে না; মূল্যস্তর হবে মাত্র একটি, এবং সব ধরনের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের উপর ১২১ টাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হবে।

২. **বিড়ির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত স্বল্পমাত্রায় নির্ধারিত 'ট্যারিফ ভ্যালু'র উপর কর ধার্য প্রথা বাতিল করে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হোক।** বিড়ির **"ট্যারিফ ভ্যালু"** যেমন কম তেমনি করহারও কম। এই প্রেক্ষিতে, আমরা ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে সব ধরনের বিড়ির প্রতি ২৫ শলাকার প্যাকেটের উপর ১০ টাকা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপের প্রস্তাব করেছিলাম। সেইসাথে প্রস্তাব করেছিলাম যে পরবর্তী দুই অর্থ-বছরে প্রতি ২৫ শলাকার বিড়ির প্যাকেটের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্সের পরিমাণ ২০১৬–১৭ অর্থ-বছরে বাড়িয়ে ১৫ টাকা এবং ২০১৭–১৮ অর্থ-বছরে তা ২৫ টাকায় উন্নীত করা যুক্তিযুক্ত হবে।

৩. **ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর বর্তমান "এড ভ্যালোরেম" কর ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হোক।** উচ্চহারে করারোপ কার্যকর করার জন্য বর্তমান "এড ভ্যালোরেম কর" ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দিয়েছিলাম। আমরা দেখিয়েছিলাম যে, ২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে এ দেশের মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য ক্রয়ে ব্যয় করেছেন মোট প্রায় ১ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা, কিন্তু এ থেকে সরকার রাজস্ব আদায় করেছেন মাত্র ১৪.৩৬ কোটি টাকা যা মোট বিক্রয় মূল্যের ১%-এরও

[৪] বাংলাদেশের অন্যতম বেসরকারি গবেষণা সংস্থা 'হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ সেন্টার' (এইচডিআরসি) বিগত প্রায় এক দশক যাবৎ তামাক সম্পর্কিত অর্থনীতির সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। এইচডিআরসি- এর সুদীর্ঘ গবেষণা কর্মকান্ডের সঞ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবুল বারকাত-এর নেতৃতে একটি তামাক-কর নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি প্রতিমান নীতিমালা হিসেবে পরবর্তী তিনটি অর্থ-বছরের পথনির্দেশক হিসেবে এটি অনুসরণ করা যেতে পারে। ঐ খসড়া নীতিমালায় এই প্রস্তাবগুলো বিস্তারিত আকারে পাওয়া যাবে।

[৫] নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্সের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে পূর্ববর্তী গবেষণায় প্রাপ্ত (আবুল বারকাত এবং অন্যান্য ২০১২) হিসেব, সময়ের সাথে সাথে সৃষ্ট মূল্যস্ফীতি, গড় প্রকৃত আয় বাড়া, এবং তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে সিগারেটের কম মূল্যের (দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে) কারণে এর সহজলভ্যতা বিবেচনা করে।

কম। তামাক উৎপাদনে অগ্রসর ভৌগলিক অঞ্চলসমূহ পর্যবেক্ষণ করে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, জর্দ্দা এবং গুলের প্যাকেটে রাজস্ব আদায় নির্ধারণী কোন চিহ্নই নেই যা রাজস্ব ফাঁকির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এছাড়াও, জর্দ্দা ও গুলের প্যাকেটের ধরন ও মাপের ভিন্নতা কর ফাঁকি দেয়াকে সহজ করে। এ ক্ষেত্রে আমরা প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরের মধ্যে প্রতি ১০০ গ্রামের প্যাকেট এবং কৌটার উপর ১৫০ টাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হোক।

৪. **২০১৫-১৬ অর্থ-বছর থেকে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর বর্তমানে আরোপিত ১% হেল্‌থ সারচার্জ বাড়িয়ে ২% -এ উন্নীত করা হোক।** ২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে তামাকজাত পণ্যের উপর ১% হেল্‌থ সারচার্জ ধরা হয়েছিল। ২০১৫–১৬ অর্থ-বছর থেকে এই সারচার্জ ২%-এ উন্নীত করার প্রস্তাব করেছিলাম। গত ২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর ১% হারে হেল্‌থ সারচার্জ আরোপের ফলে রাজস্ব আদায় হওয়ার কথা প্রায় ২৩৪ কোটি টাকা। এই হার ২% করা হলে হেল্‌থ সারচার্জ থেকে ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। হেল্‌থ সারচার্জ থেকে আহরিত রাজস্ব আয় কি ভাবে ব্যয় হতে পারে সে বিষয়ে আমাদের প্রস্তাব ছিল এরকম: ২৫% স্বাস্থ্য সুরক্ষা খাতে, ২০% তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচারাভিযান) বাস্তবায়নে, ১৫% নিকোটিন আসক্তদের আসক্তি মুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়নে, এবং ৪০% তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক এবং তামাকজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃজনে। আমরা এও বলেছিলাম যে সময়ের সাথে সাথে জনস্বার্থ বিবেচনায় আমাদের প্রস্তাবিত এই ব্যয় কাঠামোর যৌক্তিক পরিবর্তন হতে পারে।

২০১৫–১৬ অর্থ-বছরের বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট আরও যা প্রস্তাব করেছিলাম তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি নিম্নরূপ:

ক) তামাকজাত পণ্যের উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স প্রতি বছর সমন্বয় করা যেন তামাকজাত পণ্যের প্রকৃত মূল্য না কমে।

খ) ২০১৬–১৭ অর্থ-বছরের মধ্যে তামাকজাত পণ্যের মোড়ক ও তার অভ্যন্তরে বস্তুর পরিমাণ অভিন্ন করা। অর্থাৎ সব সিগারেটের প্রতি প্যাকেট ২০ শলাকা, বিড়ির প্রতি প্যাকেট ২৫ শলাকা, এবং ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের প্রতি প্যাকেট বা কৌটা ১০০ গ্রাম মাপের করা।

গ) ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরের মধ্যে একক শলাকা বিড়ি এবং একক শলাকা সিগারেট বিক্রয় নিষিদ্ধ ঘোষণা করা।

ঘ) তামাকজাত পণ্যের ডিউটি-ফ্রি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা।

ঙ) তামাকপাতা ও তামাকজাত পণ্যের রপ্তানির উপর উচ্চ হারে রপ্তানি শুল্ক আরোপ করা।

চ) তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী কোম্পানীর উপর অন্যান্য কর্পোরেট কোম্পানীর তুলনায় ন্যূনতম ৫ পারসেন্ট-পয়েন্ট অতিরিক্ত কর্পোরেট ট্যাক্স আরোপ করা।

৪। ২০১৫–১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে আমরা কী পেলাম

২০১৫–১৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে তামাকজাত পণ্যের উপর কর সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের বাজেটেও অতীতের মতই বহুজাতিক সিগারেট কোম্পানিগুলোকে সুবিধা প্রদান অব্যাহত থাকলো।

সিগারেটের ক্ষেত্রে ২০১৫ –১৬ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

সারণি ৩: প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৫-১৬ : সিগারেটের মূল্যস্তর ও করভার

ধরন	অর্থ-বছর ২০১৪ – ১৫ (বাজেট)		অর্থ-বছর ২০১৫ – ১৬ (প্রস্তাবিত বাজেট)	
	মূল্যস্তর (টাকায়; প্রতি ১০ শলাকার জন্য)	করভার* (%)	মূল্যস্তর (টাকায়; প্রতি ১০ শলাকার জন্য)	করভার* (%)
১: নিম্ন	১৫.০০ – ১৬.৫০	৫৯	১৯.০০	৬৪
২: মধ্য	৩২.৫০ – ৩৫.০০	৭৬	২০.০০ – ৩৯.০০	৭৬
৩: উচ্চ	৫০.০০ – ৫৪.০০	৭৭	৪০.০০ – ৬৯.০০	৭৭
৪: প্রিমিয়াম	৯০.০০ ও তদুর্ধ্ব	৭৭	৭০.০০ ও তদুর্ধ্ব	৭৯

* করভার = সম্পূরক কর + মূসক + সারচার্জ।

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল সিগারেটের কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া সহজতর করা, কিন্তু তা প্রস্তাবিত বাজেটে জটিলতর হল। সিগারেটের মূল্যস্তর বাতিল তো হয়নি উপরন্তু নতুন করে মূল্যস্তর নির্ধারণ করা হয়েছে। সিগারেট ও বিড়ির মূল্য নামমাত্র বাড়লেও দামের স্থিতীস্থাপকতার হিসেবে এসব পণ্যের ব্যবহার কমবে না।

সিগারেট কোম্পানীর দাবি মেনে সর্বনিম্ন খুচরা মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯.০০ টাকা, এর উপর সম্পূরক কর ধার্য করা হয়েছে ৪৮%। গত বছর মূল্যস্তরে সর্বনিম্ন মূল্যস্তর ছিল ১৫.০০ – ১৬.৫০ এবং সম্পূরক কর ছিল ৪৩%। এতে করে সরকারের রাজস্ব কমবে না ঠিকই কিন্তু কোম্পানীর লাভ বাড়বে একাধিক দিক থেকে, আর সিগারেটের মূল্য কার্যত একই থাকবে—কমবে না। যেমন, গত বছর একটা কোম্পানীর সর্বনিম্ন সিগারেটের ১০ শলাকার প্যাকেটের খুচরা মূল্য ছিল ১৬.০০ টাকা। প্রতি শলাকার দাম হয় ১.৬০ টাকা। খুচরা বিক্রেতারা প্রতি শলাকা ২.০০ টাকা করে বিক্রয় করত (আমাদের দেশে মুদ্রার সর্বনিম্ন স্তর কার্যত ১.০০ টাকা, তাই খুচরা মূল্যের সাথে ০.৫০ টাকার উপরে কোন মূল্য যোগ হলে খুচরা বিক্রেতারা তা ১.০০ টাকা হিসেবে ধরেন)। বাজেট ঘোষণার পর এই কোম্পানী ঐ সিগারেটের নতুন মূল্য ধার্য করেছে ১৯.০০ টাকা (প্রতি দশ শলাকার প্যাকেট)। এতে করে প্রতিটি সিগারেটের দাম হবে ১.৯০ টাকা এবং খুচরা বিক্রেতারা তা বিক্রয় করবেন প্রতি শলাকা ২.০০ টাকা। দামের কোনই পার্থক্য নেই, কোম্পানীর লাভ বেশি হবে—বিক্রয় কমবে না—এবং সবচে বেশি ক্ষতি হবে জনস্বাস্থ্যের— এই মূল্যবৃদ্ধির (?) কারণে সিগারেটের ভোগ মোটেও কমবে না। কোন কোন সিগারেটের ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি পেয়েছে শলাকা প্রতি ২.০০ টাকা পর্যন্ত কিন্তু এখানেও শুভঙ্করের ফাঁকি আছে কারণ মূল্যস্তরের মধ্যে কার্যত কোন ফাঁক নেই এবং তা গতবারের চেয়ে কম (২০.০০ টাকা থেকে ৭০.০০+ টাকা) যা সিগারেট কোম্পানীকে তাদের মূল্য সমন্বয় করতে অযৌক্তিক সুবিধা দেবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে তারা সিগারেটের মূল্য আগেরমতই রেখে বিক্রয় বাড়িয়ে আগের চেয়ে আরোও বেশি মুনাফা করবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তারা সিগারেটের ব্রান্ড নামের সামান্য হেরফের করে নতুন মূল্যস্তরের সুবিধা নিয়ে নতুন নতুন সিগারেট বাজারে ছাড়তে পারে—এ সম্ভাবনা অমূলক নয়। বর্তমান প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেট কোম্পানীদের এসব সুযোগ করে দেয়া 'ওয়ার্ল্ড হেল্‌থ অর্গানাইজেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)' নীতিমালা পরিপন্থী। এসব সুযোগ এই বাজেটে নিজেরা বেশিলাভ করবে অথচ বাজারে সিগারেট সস্তাই থেকে যাবে। যা পরিকল্পিতভাবে জনগণ ও সরকারকে ধোঁকা দেয়া ছাড়া আর কিছুই না।

সারণি ৪: গোপালগঞ্জ বাজারে (পুলিশ লাইন সংলগ্ন) বাজেটের আগে ও বাজেটের পরে কয়েকটি ব্রান্ডের সিগারেটের খুচরা মূল্য

প্রতি ২০ শলাকার প্যাকেট; টাকায়

ব্রান্ড	বাজেটের আগে	বাজেটের পরে
বেনসন এন্ড হেজেস	১৮০	২২০
গোল্ড লীফ	১০৮	১৫০
ক্যাপস্টান	১০৪	১৪০
স্টার	৭০	৮৪
উইলিস	৭০	৮৪
ডারবি	৩০	৩৮
নেভি	৩৫	৪২
উইনস্টন	৩৫	৪২
শেখ	৩০	৩৮

উৎস: আবুল বারকাত, গোপালগঞ্জ বাজার (পুলিশ লাইন সংলগ্ন), ১০ জুন ২০১৫

গতবারের খুচরা মূল্যর ৩২-৩৫.৫০ টাকা এই স্তরে সম্পূরক কর ছিল ৬০% । এবারে ২০.০০ থেকে ৩৯.০০ টাকা পর্যন্ত স্তরে সম্পূরক কর ৬০% । এক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই ।

এতেও সিগারেটের দাম খুব একটা বাড়বে না, অর্থাৎ আগের মতোই সস্তা থেকে যাবে। এর ভোগের হার কমানোর ক্ষেত্রে তা কোনো ভূমিকা রাখবে না—যা তামাক বিরোধীদের দাবীর বিপরীত, অর্থাৎ করবৃদ্ধির মাধ্যমে সিগারেটের মূল্য বাড়িয়ে এর ভোগের পরিমাণ ও নতুন করে সিগারেট সেবনকারীর সংখ্যা—যারা মূলত কিশোর-যুবক—কমানোর কাজটি সম্ভব হবেনা।

যেহেতু মূল্যস্তরভিত্তিক কর কাঠামো অযৌক্তিক সেহেতু আমরা আশা করেছিলাম যে, মূল্যস্তরের সংখ্যা এবারের বাজেটে কমিয়ে আনা হবে। এ বছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব মতে আশা করেছিলাম যে মূল্যস্তর অন্তত ১টি কমিয়ে ৪টির জায়গায় ৩টি করা হবে এবং সব ধরনের সিগারেটের প্রতি ১০ শলাকার প্যাকেটের উপর যথাক্রমে ৪০ টাকা পরিমাণ নির্দিষ্ট (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হবে; কিন্তু এ ধরনের কোন পদক্ষেপ—যে কারণেই হোক—প্রস্তাবিত বাজেটে গৃহীত হয়নি। এ জন্য আমরা আশাহত। আশা করি চুড়ান্ত বাজেটে বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

বিড়ির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ট্যারিফ মূল্য 'যৌক্তিকীকরণের' নামে ফিল্টারবিহীন ও ফিল্টারযুক্ত বিড়ির ট্যারিফ মূল্য নামমাত্র বাড়ানো হয়েছে; সম্পূরক করের হার আগের মতই রয়েছে (ফিল্টারযুক্তে ৩০%, ফিল্টারবিহীন ২৫%)। এতে শলাকা প্রতি বিড়ির দাম বেড়েছে ০.০৩ টাকা মাত্র। এখন প্রতি শলাকা ফিল্টারবিহীন বিড়ির দাম হবে প্রায় ২৮ পয়সা এবং ফিল্টারযুক্ত বিড়ির—যার অস্তিত্ব বাজারে প্রায় নেই—দাম হবে প্রতি শলাকা ৪০ পয়সা। এহেন মূল্যবৃদ্ধি (?) সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধিতে এবং বিড়ির ভোগ কমাতে আসলে কোনই ভূমিকা রাখবে না।

সারণি ৫: প্রস্তাবিত বাজেট ২০১৫-১৬ : বিড়ির মূল্যস্তর ও করভার[৬]

বিবরণ	প্যাকেট প্রতি শলাকা (সংখ্যা)	ট্যারিফ মূল্য (টাকা)		সম্পূরক শুল্ক (%)		মূসক (%)		বিদ্যমান করভার (টাকায়) ২০১৪-১৫	প্রস্তাবিত করভার (টাকায়) ২০১৫-১৬	বিক্রয় মূল্য (টাকা)		শলাকা প্রতি বিক্রয় মূল্য (টাকা)	
		২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬			২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	ট=(গ+ঝ)	ঠ=(ঘ+ঞ)	ড	ঢ
যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত হাতে তৈরী বিড়ি (ফিল্টার বিহীন)	৮	১.৩৭	১.৫৮	২৫	২৫	১৫	১৫	০.৬০	০.৬৯	১.৯৭	২.২৭	০.২৫	০.২৮
	১২	২.০৫	২.৩৬	২৫	২৫	১৫	১৫	০.৯০	১.০৩	২.৯৫	৩.৩৯	০.২৫	০.২৮
	২৫	৪.২৭	৪.৯১	২৫	২৫	১৫	১৫	১.৮৭	২.১৫	৬.১৪	৭.০৬	০.২৫	০.২৮
যন্ত্রের সাহায ব্যতীত হাতে তৈরী বিড়ি (ফিল্টারযুক্ত)	১০	২.৩২	২.৬৯	৩০	৩০	১৫	১৫	১.১৫	১.৩৩	৩.৪৭	৪.০২	০.৩৫	০.৪০
	২০	৪.৬৪	৫.৩৪	৩০	৩০	১৫	১৫	২.৩০	২.৬৪	৬.৯৪	৭.৯৮	০.৩৫	০.৪০

বিগত দিনে মূল্য সংযোজন কর সম্পর্কিত প্রজ্ঞাপনে 'এইচ এস কোডে', 'বিড়ি' উল্লেখ না থাকায় বিড়ি প্রস্তুতকারীরা বিড়ির পেপারের স্থানীয় উৎপাদনের উপর কর এড়িয়ে যেত। বর্তমানে এটি এইচ এস কোডে 'বিড়ি' উল্লেখ করার প্রস্তাব করায় বিড়ি উৎপাদনকারীদের স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বিড়ির পেপারের উপর ২০% কর দিতে হবে। (এটা জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চোখের আড়ালে ছিল কি করে?)

প্রস্তাবিত বাজেটে **ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য**, যেমন জর্দ্দা ও গুলের উপর করহার আগের মতই রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে কোনরূপ বৃদ্ধি হয়নি। এ দু'টি তামাকজাত পণ্যের উপর প্রযোজ্য বর্তমান সম্পূরক শুল্কের হার ৬০%। দেশে রেজিস্ট্রেশনবিহীন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জর্দ্দা ও গুল কারখানা থাকায় ঐসব কারখানা থেকে কর সংগ্রহ করা কঠিন।

মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উভয়ের জন্য সিগারেট ক্ষতিকর এটা বিবেচনা করে **রাজস্ব আদায় বাড়ানোর লক্ষ্যে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি সহ সিগারেট উৎপাদন ও বিক্রয় ব্যবসায়ে নিয়োজিত অন্যান্য সকল করদাতা যথা ব্যক্তি, অংশীদারী ফার্ম ইত্যাদির উপর ৪৫% হারে একটি একক কর ধার্যের প্রস্তাব করেছেন—যা একরকম মন্দের ভালো।** পূর্বে পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে এই কর ছিল ৪০% এবং নন-ট্রেডেড কোম্পানীর ক্ষেত্রে ছিল ৪৫%।

এছাড়া, গত বছরের বাজেটে সব ধরনের তামাকজাত পণ্যের উপর ১% হারে **'স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ' (হেল্‌থ ডেভেলপমেন্ট সারর্চাজ)** আরোপ করা হয়েছিল। এ বছরের জন্য আমাদের প্রস্তাব ছিল এই কর ১% থেকে ২%-এ উন্নীত করা এবং এর ব্যবহার কি হতে পারে সে প্রস্তাবে আমরা বলেছিলাম: হেল্‌থ সারচার্জ আরোপের ফলে আহরিত অতিরিক্ত রাজস্ব আয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা, তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কর্মসূচি (গবেষণা ও প্রচারাভিযান) বাস্তবায়ন, নিকোটিন আসক্তদের আসক্তি মুক্ত করার কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও তামাক চাষে নিয়োজিত কৃষক এবং তামাক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিকদের বিকল্প কর্মসংস্থানের কর্মসূচিতে হেল্‌থ সারর্চাজ থেকে আহরিত মোট অর্থের যথাক্রমে ২৫%, ২০%, ১৫% ও ৪০% ব্যয় করা। আমরা এও প্রস্তাব করেছিলাম যে আমাদের প্রস্তাবিত খাতওয়ারি ব্যয়কাঠামো জনস্বার্থে যে কোন সময় যৌক্তিকভাবে পরিবর্তন হতে পারে। তামাকজাত পণ্যের উপর আমাদের প্রস্তাবিত ২% হেল্‌থ সারচার্জ অর্থাৎ আগের ১% থেকে বৃদ্ধি এবং তার ব্যয়-ব্যবহারের কাঠামো সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা এ-বাজেটে স্থান পায়নি। তবে পূর্বে আরোপিত সারচার্জ প্রথা অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে বহাল থাকবে বলে বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা মনে

[৬] সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার, বাংলাদেশ গেজেট, প্রজ্ঞাপন (মূল্য সংযোজন কর), বৃহস্পতিবার, জুন ০৪, ২০১৫, পৃ: ৪১০৮

করি, তামাকজাত পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে এ পদক্ষেপের প্রভাব খুব বেশি না হলেও এ-উৎস থেকে অর্জিত রাজস্ব তামাক নিয়ন্ত্রণ তথা জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা পালনে সক্ষম।

৫। আমাদের তামাক-কর প্রস্তাব গৃহীত হলে কী হতে পারতো?

যদি সরকার তামাক-কর সংশ্লিষ্ট আমাদের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্ত বাজেটে গ্রহণ করেন এবং বাস্তবায়ন করেন তাহলে স্বল্পমেয়াদে, মধ্যমেয়াদে, এবং দীর্ঘমেয়াদে বহুমূখী সুফল পাওয়া সম্ভব। যে'গুলি নিম্নরূপ:

স্বল্পমেয়াদে– সরকারি রাজস্ব বাড়বে, তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার কমবে, এবং তামাকজাত পণ্যের প্রতি অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের আসক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমবে।

মধ্যমেয়াদে– তামাক থেকে উদ্ভুত রোগব্যাধি নিরাময়ে সরকারি স্বাস্থ্যসেবা খাতে ক্রমবর্ধমান ব্যয় এবং তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের কারণে অকাল মৃত্যুর হার কমবে; এতে জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

দীর্ঘমেয়াদে– কৃষি জমিতে তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার মাধ্যমে তামাক চাষের পরিমাণ কমবে, ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়বে এবং তা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষায় সহায়ক হবে এবং তামাক চাষের আওতাধীন কৃষি জমির পরিমাণ কমবে; এতে জমির উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

তামাকজাত পণ্যের কর-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আমরা যা সুপারিশ করেছিলাম তা মানা হলে স্পষ্টতই যা যা ঘটতো তা হলো নিম্নরূপ:

এক হিসেব[৭] অনুযায়ী বর্তমান মূল্যস্তর বাতিল এবং প্রতি ১০ শলাকা সিগারেটের উপর ৩৪ টাকা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা হলে বহু ধরনের সুফল পাওয়া যায়। সম্ভাব্য সুফলগুলো হলো—

প্রায় ৭০ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক সিগারেট সেবনকারী এবং ৩৪ লক্ষ প্রাপ্ত বয়স্ক বিড়ি সেবনকারী ধূমপান ছেড়ে দিতেন। ৭১ লক্ষ তরুণ সিগারেট এবং ৩৫ লক্ষ তরুণ বিড়ি সেবন শুরু করা থেকে বিরত থাকতেন। বর্তমান মোট ১৫ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে সিগারেটের কারণে ৬০ লক্ষ এবং বিড়ির কারণে ২৪ লক্ষ অকালমৃত্যু রোধ করা যেতো (ভবিষ্যতের জনসংখ্যা হিসেব করলে চিত্রটি হবে ভিন্ন)। এছাড়াও, সরকার সিগারেট থেকে ১ হাজার ৫০০ কোটি ও বিড়ি থেকে ৭২০ কোটি টাকা বাড়তি (অতিরিক্ত) রাজস্ব আহরণ করতে পারতেন। উল্লেখ্য, আমাদের এই হিসেবের মধ্যে ধোঁয়াবিহীন চিবিয়ে খাওয়া, মুখের মধ্যে রাখা তামাকজাত পণ্য অন্তর্ভূক্ত করা হলে অকালমৃত্যু রোধের সম্ভাবনা ও সরকারের কর-রাজস্ব আয় আরো অনেক বাড়তো। আর তামাকজাত পণ্যের কর-রাজস্ব আয়ের এই বৃদ্ধি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে সরকারি ব্যয় আরো বাড়াতে সহায়ক হবে। যার ফলে, জাতীয় জীবন-সমৃদ্ধি বাড়বে। আবার এসবের ফলে ভবিষতে তামাকজাত পণ্য ব্যবহার-উদ্ভূত অসুস্থতা ব্যয়—ব্যক্তি ও সরকার উভয় পর্যায়েই কমবে।

আমাদের তামাক-কর নীতিমালা নেই। এই বছর আমরা একটি তামাক-কর নীতিমালা প্রস্তাব করেছি। আমাদের নীতিমালা গণ্য ও গ্রহণ করা হলে — এক খসড়া হিসেবে আমরা দেখি যে, সরকার আগামী তিন অর্থ-বছরে তামাকজাত পণ্য থেকে বিপুল পরিমাণ বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে পারবে। আমাদের হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে তামাকজাত পণ্য থেকে পাওয়া রাজস্ব আয়ের তুলনায় ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ১৩,৭০০ কোটি টাকা বাড়তি রাজস্ব আদায় করতে পারত। হিসেবে আরো পাওয়া যায় যে, এই বাড়তি রাজস্ব

[৭] আবুল বারকাত এবং অন্যান্য (২০১২), দি ইকনমিক্স অব টোব্যাকো অ্যান্ড টোব্যাকো ট্যাক্সেশন ইন বাংলাদেশ, প্যারিস: ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন এগেইনস্ট টিউবারকিউলোসিস অ্যন্ড লাং।

আয়ের পরিমাণ আগামী ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরে বেড়ে দাঁড়াত ১৮,৭০০ কোটি টাকা এবং ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে তা হতো ২৬,০০০ কোটি টাকা।

৬। চূড়ান্ত বাজেটে বিবেচনার জন্য আবারও আমাদের অনুরোধ-প্রস্তাব

তামাকের উপর আমাদের দীর্ঘকাল গবেষণার ফলাফলের ভিত্তিতে তামাক-মহামারী রোধ ও দেশের মানুষের জীবন-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ সহ আমাদের সুনির্দিষ্ট **সুপারিশ ও পরামর্শগুলো** সরকারের চূড়ান্ত বাজেটে অর্ন্তভুক্তির কার্যকর বিবেচনার জন্য আবারও তুলে ধরছি।

চূড়ান্ত বাজেটে অন্তর্ভুক্তির জন্য আমাদের সুপারিশ ও পরামর্শ:

১. তামাকজাত পণ্যের উপর উচ্চহারে কর আরোপ করা— যা তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার, বিস্তার ও তা থেকে সৃষ্ট সমস্যা উল্লেখযোগ্য হরে কমবে, একইসাথে স্বাস্থ্যখাতে সংশ্লিষ্ট সরকারী ব্যয় কমবে, রাজস্ব বাড়বে, জাতীয় উৎপাদনশীলতা বাড়বে।

২. তামাকজাত পণ্যের উপর "এড ভেলেরোম"-এর পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা— যা বাস্তবায়ন ও ব্যবস্থাপনার নিরিখে তুলনামূলকভাবে সহজ পদ্ধতি।

৩. সিগারেটের উপর কর নির্ধারণের জন্য সিগারেটের মূল্যস্তর পদ্ধতি ধীরে ধীরে বাতিল করা। অন্তত তা কমিয়ে ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে তিনটি স্তরে আনা এবং তার উপর নিম্ন থেকে উর্দ্ধস্তর ভেদে যথাক্রমে ৪০ টাকা, ৬০ টাকা, ও ১০০ টাকা পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা।

৪. বিড়ির উপর নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিাফক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা। ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে সব ধরনের বিড়ির ২৫ শলাকার প্যাকেটের উপর ১০ টাকা হারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা।

৫. ২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য বিক্রয় হয়েছে মোট প্রায় ১ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা, যার বিপরীতে সরকার রাজস্ব আদায় করেছেন মাত্র ১৪.৩৬ কোটি টাকা— যা মোট বিক্রয় মূল্যের ১%-এরও কম।[৮] ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্যের উপর (২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে) ধার্য সম্পূরক কর ছিল ৬০% এবং মূসক ১৫%। উচ্চহারে করারোপ কার্যকর করার জন্য বর্তমান "এড ভ্যালোরেম কর" ব্যবস্থার পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স ব্যবস্থা চালু করা প্রয়োজন। প্রতি ১০০ গ্রামের প্যাকেটের উপর বর্তমানে ২০১৫–১৬ অর্থ-বছরে ১৫০ টাকা নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা।

৬. তামাকজাত পণ্যের মোড়কের অভ্যন্তরে পণ্যের পরিমাণের অভিন্নরূপ দেয়া— যেমন, সিগারেট: প্রতি প্যাকেট ২০ শলাকা বিশিষ্ট; বিড়ি: প্রতি প্যাকেট ২৫ শলাকা বিশিষ্ট; ধোঁয়াবিহীন তামাকজাত পণ্য: প্রতি প্যাকেট বা কৌটা ১০০ গ্রাম করা।

৭. আগামী ২০১৫–১৬ অর্থ-বছর থেকে একক শলাকা সিগারেট এবং একক শলাকা বিড়ি বিক্রয় নিষিদ্ধ করা।

৮. নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্সের হার প্রতি বছর সমন্বয় করা প্রয়োজন যাতে তা প্রকৃত মূল্য বাড়ার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাড়ে অর্থাৎ প্রকৃত আয় এবং মূদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করে

[৮] জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের তথ্য, গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে: বাংলাদেশ রিপোর্ট ২০০৯, এবং এইচডিআরসি-র বাজার জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে হিসেবকৃত।

কর নির্ধারণ করা। এর ফলে তামাকজাত পণ্যের প্রকৃত মূল্য যেন হ্রাস না পায় এবং তা যেন ক্রমান্বয়ে সহজলভ্য না হয়।

৯. বর্তমানে তামাকপাতার উপর রপ্তানি শুল্ক ধার্য করা আছে ১০% হারে। তামাকের স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত ক্ষতির বিবেচনায় এই রপ্তানি শুল্ক হার নগণ্য। রপ্তানি শুল্কহার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়িয়ে তামাক রপ্তানি নিরুৎসাহিত করা।

১০. তামাকজাত পণ্যের ডিউটি ফ্রি বিক্রয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা এবং ডিউটি-ফ্রি দোকানে যে সব তামাকজাত পণ্য বিক্রয় করা হবে তার উপর উচ্চহারে নির্দিষ্ট পরিমাণ (স্পেসিফিক) এক্সাইজ ট্যাক্স আরোপ করা। এছাড়াও ভ্রমণকারীদের ব্যক্তিগতভাবে বিদেশ থেকে নিয়ে আসা তামাকজাত পণ্যের পরিমাণ আইনের মাধ্যমে সীমিত সংখ্যার মধ্যে রাখতে হবে যা, কোন মতেই ২০০ শলাকার বেশি হবে না। সিগারেট ব্যতীত অন্যান্য সকল তামাকজাত পণ্যের ব্যক্তিগত আমদানি নিষিদ্ধ করা।

১১. তামাকজাত পণ্যের উপর ২০১৪–১৫ অর্থ-বছরে আরোপিত ১% হেল্‌থ সারচার্জ ২০১৫–১৬ অর্থ-বছর থেকে ২%-এ উন্নীত করা।

তামাকের অপ-রাজনীতি থেকে এদেশের মানুষ মুক্তি চায়, কারণ দেশের ৮১% মানুষ তামাকের উপরে উচ্চহারে কর আরোপ সমর্থন করেন (গ্যাটস, ২০০৯)। তা ছাড়া তামাকজাত পণ্যের ভোগ কমলে সুযোগ ব্যয়ের (opportunity cost) নিরিখে দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষসহ নারীরা তুলনামূলক বেশি উপকৃত হবেন, কারণ দরিদ্ররা হ্রাস পাওয়া নিট খরচের বড় অংশের সুবিধা পাবেন— এ সব দারিদ্র্য হ্রাসের কৌশল হিসেবে গণ্য করা উচিত।

তামাকের উপর উচ্চ কর মানে হলো: কম ধূমপায়ী; তামাকজাত পণ্যের কম ব্যবহারকারী; কম মৃত্যু; দীর্ঘ সুস্থ আয়ু; সকলের নিশ্চিত সুস্বাস্থ্য ও নিশ্চিত জন-সমৃদ্ধি; এবং একই সাথে তামাক থেকে সরকারের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি।